কলকাতা উচ্চ আদালতে

দেওয়ানী আপিল বিচার বিভাগ

আপিল বিভাগ

বর্তমানঃ

বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত

২০০৭-এর এফ. এম. এ ৫৮৪

২০০৮-এর সি. এ. এন ১ সহ (২০০৮-এর পুরনো নম্বর সি. এ. এন ৩৪৭৩)

এবং

২০০৯-এর সি. এ. এন ২ (২০০৯-এর পুরনো নম্বর সি. এ. এন ১৯০)

রবি রুইদাস ও অন্যান্য

বনাম

দ্য নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কো. লিমিটেড

আপিলকারীদের জন্যঃ শ্রী কৃষ্ণুন বানিক, উকিল

শ্রী টি বানিক, উকিল

উত্তরদাতার জন্যঃ শ্রী এস. ভৌমিক, উকিল

শুনানি-০৩.১০.২০২৩

রায়দান ০৬.১০.২০২৩

অজয় কুমার গুপ্ত, বিচারপতি

১। আবেদনকারী/দাবিদাররা ২৬শে ৮ই জুলাই, ২০০৬ তারিখে মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইব্যুনাল, ৪ আদালত, বর্ধমান কর্তৃক ২০০৪ সালের এম. এ. সি.-এর মামলা নং ১১২-এ প্রদত্ত রায় এবং রায়কে আক্রমণ করেছে, যার ফলে বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল এক কোটি টাকা প্রদান করেছে। প্রত্যর্থী নং ১/বীমা কোম্পানিকে রায়ের তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং রায় প্রদান করতে ব্যর্থ হলে পুরস্কারের পরিমাণ খেলাপি হওয়ার তারিখ থেকে আদায় না হওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর ৯ শতাংশ হারে সুদ বহন করবে। মোটর যানবাহন আইনের ধারা ১৬৩এ-এর অধীনে দাবি আবেদন দায়ের করা হয়েছে এবং প্রত্যর্থী নং ১/বীমা কোম্পানি -এর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং অভিযুক্ত গাড়ির উত্তরদাতা নং ২/মালিকের বিরুদ্ধে প্রাক্তন পক্ষ।

২. অন্যান্য বিবরণ ছাড়া, আবেদনকারী/দাবিদারদের মামলাটি হল যে ১৩.০৭.২০০৪ ভুক্তভোগী সুবল রুইদাস বর্ধমান-বাঁকুড়া রোডের কচার পাশে নরীচা গ্রাম থেকে নিজের গ্রামে সাইকেল নিয়ে আসছিলেন, সেই সময় একটি ট্রাক যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছিল। ডাব্লুবি-৪১/৬৯৮১ ভুক্তভোগীকে খুব দ্রুত গতিতে ধাক্কা দেয় যার ফলে ভুক্তভোগী সুবল রুইদাস তার ব্যক্তির উপর গুরুতর আহত হন। তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তিনি মারা যান। সুবল রুইদাসের, উক্ত ভুক্তভোগীর আইনি উত্তরাধিকারী এবং প্রতিনিধিরা দায়ের করেছেন মোটরযান আইনের ১৬৩এ ধারার অধীনে বীমাকারী এবং অপরাধী গাড়ির (ট্রাক) রেজিস্ট্রেশন নম্বরের মালিকের বিরুদ্ধে একটি দাবি মামলা। ডব্লিউবি-৪১/৬৯৮১। প্রত্যর্থী নং.১/ ইন্সরেন্স কোম্পানি আবেদনকারী/দাবিদারদের সমস্ত বস্তুগত তথ্য এবং অভিযোগ অস্বীকার করে লিখিত বিবৃতি দাখিল করে দাবি মামলার বিরোধিতা করেছে এবং আরও যুক্তি দিয়েছে যে, দাবির আবেদনটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় এবং খারিজ হওয়ার যোগ্য নয়, যেখানে অপরাধী গাড়ির মালিক খুব প্রাথমিক পর্যায় থেকেই মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। আবেদনকারীদের মামলা প্রমাণ করার জন্য, বাপি ওরফে সম্ভুনাথ রুইদাস নিজেকে পি. ডব্লিউ. ১ হিসাবে পরীক্ষা করেছেন, দুর্ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী, কালীপদ ধারা পি. ডব্লিউ. ২ এবং শ্রীমতী রবিদাস পি. ডব্লিউ. ৩ হিসাবে পরীক্ষা করেছেন। এছাড়াও, আবেদনকারী/দাবিদাররা বেশ কয়েকটি নথি দাখিল করেছেন যেমন খান্ডাঘোষ পি. এস. কেস নম্বর ৪২/২০০৪ তারিখ ১৪.০৭.২০০৪-এর এফআইআরের অনুলিপি, চার্জশিট, বাজেয়াপ্ত তালিকার প্রত্যয়িত অনুলিপি, ফরওয়ার্ডিং রিপোর্ট, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এবং আরও অনেক কিছু।

৩। বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল পক্ষগুলির দ্বারা উপস্থাপিত মৌখিক এবং ডকুমেন্টারি উভয় প্রমাণের স্ক্যানিং এবং প্রশংসা করার পরে, ভুক্তভোগীর আয় ২,০০০/- টাকা হিসাবে বিবেচনা করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। উক্ত পরিমাণের উপর ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে, আপিলকারীরা বর্ধিতকরণের জন্য তাত্ক্ষণিক আবেদন দায়ের করেছেন ক্ষতিপূরণের ।

৪. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত শ্রী টি বানিকের আইনজীবী শ্রী কৃষ্ণু বানিক বলেন যে, আপিল ট্রাইব্যুনাল ভুক্তভোগীর আয় মূল্যায়নে ভুল করেছে, যদিও আবেদনকারীদের দাবি ছিল যে ভুক্তভোগী একজন ছুতোর মিস্ত্রি ছিলেন এবং দুর্ঘটনার আগে তিনি দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতেন। ন্যূনতম মজুরি হিসাবে প্রতিদিন ১০০ টাকা বিবেচনা করে তিনি প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা উপার্জন করতেন। অতএব, তাঁর আয় প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত ছিল। বিদ্বান কৌঁসুলির বক্তব্যের আরেকটি অঙ্গ হ'ল দাবি আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে আদায় না হওয়া পর্যন্ত প্রদত্ত পরিমাণের উপর সুদ অনুমোদিত নয়। যদিও দাবির আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে সুদ মঞ্জুরের বিষয়ে এই মাননীয়া হাইকোর্টের পাশাপাশি মাননীয়া সুপ্রিম কোর্টের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত রয়েছে, কিন্তু মাননীয় ট্রাইব্যুনাল দাবি আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে আদায় না হওয়া পর্যন্ত সুদের অনুমতি দেয়নি। অতএব, এই আপিল আদালত কেবল ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য এই দুটি বিষয়ে বিবেচনা করতে পারে। তাঁর জমা দেওয়ার সমর্থনে, তিনি ভারতের মাননীয়া সুপ্রিম কোর্টের দুটি রায় এবং মাননীয়া কলকাতা হাইকোর্টের একটি রায় উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নরূপঃ

i. লক্ষ্মী দেবী ও অন্যান্য বনাম মহম্মদ তাবার ও অন্য, ২০০৮ (২) টি. এ. সি. ৩৯৪ (এসসি)।

ii. গুরমীত কৌর এবং আনার বনাম হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্য, এআইআর ২০০০ এসসি ৩৪৬৫.

iii. শ্রীমতী বিলাসিনী মণ্ডল বনাম জাতীয় বীমা সংস্থা, ২০০৩ (২) টি. এ. সি. ৪৩০৯।

দুর্ঘটনাটি ২০০৪ সালে ঘটেছিল এবং দাবিদারদের দাবি করা আয় খুব ন্যূনতম মজুরি। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে একজন অদক্ষ শ্রমিকও প্রতিদিন ১০০ টাকা উপার্জন করতে পারে, যদি এটি একটি অদক্ষ শ্রমিক মজুরির জন্য প্রতিদিন ১০০ টাকা হিসাবে বিবেচিত হয়, তবে এটি প্রতি মাসে ৩,০০০/- টাকা আসে।

৫। এর বিপরীতে, উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী মিঃ এস ভৌমিক কঠোরভাবে বলেন যে, বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল যথাযথভাবে ২০,০০০/- টাকার ক্ষতিপূরণের পরিমাণ মূল্যায়ন করেছে যার মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ব্যয়, কনসোর্টিয়ামের ক্ষতি এবং রাজ্যের ক্ষতি রয়েছে। এলডি ট্রাইব্যুনাল যথাযথভাবে বিবেচনা করেছে এবং ভুক্তভোগীর আয় ২,০০০/- হিসাবে মূল্যায়ন করেছে কারণ এই মামলাটি মোটর যানবাহন আইনের ১৬৩এ ধারার অধীনে পড়ে। এটি সম্পূর্ণরূপে মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮-এর দ্বিতীয় তফসিলে নির্দিষ্ট কাঠামোগত সূত্রের উপর ভিত্তি করে। অতএব, ট্রাইব্যুনালের বিদ্বান বিচারকের পক্ষ থেকে কোনও ত্রুটি নেই। তদনুসারে, তাত্ক্ষণিক আপিলটি লিমিনিতে খারিজ করা প্রয়োজন।

৬. উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর এবং আপিলকারীদের দ্বারা উল্লিখিত রায়সহ সমগ্র নথি পর্যালোচনার পর, এই আদালত খুঁজে পায় যে এর আগে আবেদনকারীদের দ্বারা দাবির আবেদন দায়ের করা হয়েছে মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্ট, ১৯৮৮-এর ধারা ১৬৩এ-এর অধীনে লার্ড ট্রাইব্যুনাল যা চালক বা ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে কোনও অবহেলা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই কারণ মামলাটি সম্পূর্ণরূপে কোনও দোষের দায়বদ্ধতার উপর ভিত্তি করে নয়। এই ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র দাবিদারদের প্রমাণ করতে হবে যে দুর্ঘটনাটি ডব্লিউবি-৪১/৬৯৮১ রেজিস্ট্রেশন নম্বর বহনকারী লঙ্ঘনকারী গাড়ির জড়িত থাকার কারণে ঘটেছে। পক্ষগুলির দ্বারা এটি বিতর্কিত নয় যে লঙ্ঘনকারী গাড়িটি উক্ত দুর্ঘটনায় জড়িত ছিল না। এফআইআর, চার্জশিট, বাজেয়াপ্ত তালিকা এবং পিএম রিপোর্ট স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে অপরাধী গাড়িটি উক্ত দুর্ঘটনায় জড়িত ছিল যা ১৩.০৭.২০০৪ এ ঘটেছিল এবং এই ধরনের দুর্ঘটনার কারণে, ভুক্তভোগী সুবল রুইদাস গুরুতর আঘাতের কারণে মারা গিয়েছিলেন তার দ্বারা সমর্থিত।

৭। এখন শুধুমাত্র এই আদালতের সামনে উত্থাপিত বিষয়গুলি নিম্নরূপঃ

i, মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইব্যুনালের বিদ্বান বিচারক ভুক্তভোগীর আয় ৩,০০০/- টাকার পরিবর্তে ২,০০০/- টাকা হিসাবে মূল্যায়ন করতে ভুল করেছেন কিনা?

ii, দাবি আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণের উপর এল. ডি. ট্রাইব্যুনালের সুদ মঞ্জুর করা উচিত ছিল কি না উপলব্ধি?

৮। যতদূর পর্যন্ত প্রথম ইস্যুর কথা বলা যায়, দাবিদাররা দাবি করেছেন যে ভুক্তভোগী একজন ছুতোর মিস্ত্রি ছিলেন এবং তিনি প্রতিদিন কাজ করতেন প্রতিদিন এবং উল্লিখিত পরিষেবাগুলি থেকে তিনি মাসিক ৩,০০০/- টাকা উপার্জন করতেন, যা দুর্ঘটনার আগে তিনি তাঁর পরিবারের ছয় সদস্যের ভরণপোষণের জন্য ব্যবহার করতেন। এটা সত্য যে আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে কোনও নথি নথিতে আনা হয়নি কিন্তু পি. ডব্লিউ. ১ এবং ৩-এর মৌখিক প্রমাণ থেকে জানা যায় যে তিনি প্রতিদিন ১০০/- টাকা উপার্জন করতেন এবং তিনি তার বাবাকে অর্থ দিতেন। একই সময়ে পি. ডব্লিউ. ৩ তার প্রমাণ হিসাবে বলেছিল যে ভুক্তভোগী পেশায় একজন ছুতোর মিস্ত্রি ছিলেন। একবার তিনি তাকে দরজা এবং জানালা তৈরির জন্য তার বাড়িতে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ছুতোর মিস্ত্রি হিসাবে দৈনিক মজুরি হিসাবে প্রতিদিন ১১৫/- টাকা দিয়েছিলেন।জেরা চলাকালীন বিমা সংস্থা এই মৌখিক প্রমাণের বিরোধিতা বা খণ্ডন করতে পারেনি। পি. ডব্লিউ. ১,২ এবং ৩-এর প্রমাণ বাতিল করার জন্য বীমা সংস্থা কোনও প্রমাণ পেশ করেনি। এ ছাড়া, আবেদনকারীদের দ্বারা উল্লিখিত রায়টি ভুক্তভোগীর মাসিক আয় ৩,০০০ টাকা হিসাবে বিবেচনা করার জন্যও প্রাসঙ্গিক, বিশেষত যখন বীমা সংস্থার পক্ষ থেকে কোনও পরস্পরবিরোধী প্রমাণ পাওয়া যায় না। উপরন্তু, **লক্ষ্মী দেবী এবং অন্যান্য বনাম মো. তাব্বার এবং অন্য** সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে ১৯৯৪ সালে দ্বিতীয় তফসিলে প্রদত্ত বার্ষিক ১৫,০০০ টাকার ধারণাগত আয় নির্ধারিত হয়েছিল। দুর্ঘটনাটি ২০০৪ সালে হয়েছিল। ২০০৪ সালে, একজন অদক্ষ শ্রমিকও সহজেই প্রতিদিন ১০০ টাকা এবং মাসে ৩,০০০ টাকা উপার্জন করতে পারতেন। একইভাবে তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, দুর্ঘটনাটি ছিল ১৩.০৭.২০০৪-এ ঘটেছে।

* ২০০৮ (২) টি. এ. সি. ৩৯৪ (এসসি)

তথাপি, সুপ্রিম কোর্ট উপরোক্ত রায়ে যে পর্যবেক্ষণ করেছেন তা তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে খুব প্রযোজ্য। তদনুসারে, ভুক্তভোগীর আয় নিরাপদে গ্রহণ করা যেতে পারে তার ধারণাগত আয় হিসাবে প্রতি মাসে ৩০০০/- টাকা।

৯. সুদের বিষয়ে আমি **রেখা দত্ত ও অন্যান্য বনাম রাম অবতার লোহিয়া ও অন্যান্য** মামলায় আমাদের মাননীয়া হাইকোর্টের রায় উল্লেখ করতে চাই। যেখানে এই হাইকোর্ট বলেছেঃ "আমাদের মতে, ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টিভঙ্গি এই ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে ছিল যে সুদ একটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রদেয়। এই প্রসঙ্গে, এআইআর ২০০৭ এসসি ১১৯৮ অলোক শঙ্কর পান্ডে বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সুদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করা অযৌক্তিক হবে না।

সুদ কোনও জরিমানা বা শাস্তি নয়, তবে এটি মূলধনের উপর স্বাভাবিক বৃদ্ধি। উদাহরণস্বরূপ, যদি 'ক' কে ১০ বছর আগে 'খ'-কে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হত, তবে সে আজ তাকে সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করে, তাহলে সে মূল অর্থের উপর সুদ পকেটস্থ করে ফেলেছে। 'ক' যদি ১০ বছর আগে 'খ'-কে সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করত, তবে 'খ' তা বিনিয়োগ করত। পরিমাণ কোথাও এবং তার উপর সুদ অর্জন করেছে, কিন্তু পরিবর্তে

সেই 'ক'-এর 'ক' সেই পরিমাণ নিজের কাছে রেখেছে এবং এই সময়ের জন্য সুদ অর্জন করেছে। অতএব, ইক্যুইটি দাবি করে যে 'ক'-কে কেবল মূল পরিমাণই নয়, তার উপর সুদও 'খ'-কে ফেরত দিতে হবে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১০। ফলস্বরূপ, দাবিদাররা প্রদত্ত অর্থের উপর সুদ পাওয়ার অধিকারী ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দাবি আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে পর্যন্ত উপলব্ধি।

১১। ভুক্তভোগীর বয়স এবং গুণক নির্বাচন নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই।

১২। উপরের পর্যবেক্ষণের কথা মাথায় রেখে, -এর গণনা করা হয় ক্ষতিপূরণ নিম্নরূপ মূল্যায়ন করা হবেঃ

৯.

ক্ষতিপুরনের গননা

মাসিক উপার্জন	৩০০০ টাকা
বার্ষিক উপার্জন (৩০০০ X ১২)	৩৬০০০ টাকা
১/৩ হ্রাস (৩৬০০০ – ১২০০০)	২৪০০০ টাকা
১৩-র বয়সের গুনিতক (২৪০০০ টাকা X ১৩)	৩,১২,০০০ টাকা
যোগ করুনঃ সাধারন ক্ষতিপুরন	৯৫০০ টাকা
মোট ক্ষতিপুরন	৩২১৫০০ টাকা

১৩। সুতরাং, আপিলকারী/দাবিদাররা আরও পাওয়ার অধিকারী ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। (বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ থেকে ৩ লক্ষ টাকা বাদ দিয়ে ১ লক্ষ টাকা করা হয়েছে) যা দাবি দায়েরের তারিখ থেকে প্রতি বছর ৬ শতাংশ হারে সুদ বহন করবে আবেদন অর্থাৎ ০৭.১২.২০০৪ থেকে চূড়ান্ত অর্থ প্রদান পর্যন্ত।

১৪। এটা জানানো হয় যে, আবেদনকারী/দাবিদার ইতিমধ্যে ট্রাইব্যুনালের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ২০,০০০/- টাকা পেয়েছেন বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল।

১৫। উপরে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং সুদ জমা দেওয়ার পর, বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেল, হাইকোর্ট, যথাযথভাবে সনাক্তকরণের ভিত্তিতে এবং বর্ধিত পরিমাণের উপর আদালতের ফি, যদি ইতিমধ্যেই পরিশোধ না করা থাকে, যাচাই সাপেক্ষে, আপিলকারী/দাবীদারদের অনুকূলে অর্থ প্রদান করবেন, যা মাননীয় ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ২৬শে জুলাই, ২০০৬ তারিখের রায় এবং রোয়েদাদে নির্ধারিত পদ্ধতি এবং পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়েছে।

১৬। বিদ্বান ট্রাইব্যুনালের বিতর্কিত রায় এবং রায় তারিখ

২৬শে জুলাই, ২০০৬ শুধুমাত্র পূর্বোক্ত হিসাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

১৭. উপরের পর্যবেক্ষণগুলির সাথে, তাত্ক্ষণিক আপিল নিষ্পত্তি করা হয় খরচ হিসাবে অর্ডার ছাড়া।

১৮। ফলস্বরূপ, ২০০৮-এর **ক্যান ১ (২০০৮-এর পুরনো নম্বর ক্যান ৩৪৭৩) এবং ২০০৯-এর ক্যান ২ (২০০৯-এর পুরনো নম্বর ক্যান ১৯০)** এইভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১৯. নিম্ন আদালতের রেকর্ড সহ এই রায়ের একটি অনুলিপি রাখুন, যদি প্রাপ্ত, তথ্যের জন্য অবিলম্বে বিদ্বান ট্রাইব্যুনালে ফেরত পাঠানো হবে।

২০. সমস্ত পক্ষ রায় এবং আদেশের একটি সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করবে কলকাতার হাইকোর্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আপলোড করা হয়েছে।

২১. এই রায় ও আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট অনুলিপি কে দেওয়া হবে সমস্ত আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার উপর পক্ষগুলি।

(অজয় কুমার গুপ্ত, বিচারপতি)

পি. আদাক (পি. এ.)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly